দুর্নীতি দমনে দুদক

এম জসীম উদ্দিন

দুর্নীতি একটি বিশাল এবং জটিল বিষয়। এর অর্থ কোনো ধরনের অসৎ, অপবিত্র বা বেআইনি আচরণ। অন্যভাবে বললে, দুর্নীতি হল এক ধরনের অসততা বা ফৌজদারি অপরাধ যা একজন ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা করা হয় যাকে কর্তৃত্বের পদে অর্পিত করা হয়, অবৈধ সুবিধা অর্জন বা নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য। দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত নয়। তবে এর ব্যাপকতার তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক বাস্তবতার ব্যতিক্রম কোন দেশ নয়। অভাব, মানুষের অনৈতিকতা, স্বচ্ছতার অভাব, অমীমাংসিত সমস্যা, অসমাপ্ত কাজ, দুষ্ট রাজনীতি, দুর্বল প্রশাসন এবং প্রাসঙ্গিক অনেক কিছু থেকে দুর্নীতির উৎপত্তি হতে পারে। ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্নীতির স্বভাব। সরকারি বা বেসরকারি কোনো দপ্তর যেমন মন্ত্রণালয়, অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আইন আদালত, থানা, হাসপাতাল কিছুই দুর্নীতির আওতার বাইরে নয়। দূর্ঘটনার শিকার ও মুমূর্ষু রোগীরাও দুর্নীতির হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না। দুর্নীতি সমাজের সব অংশে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। দেশকে নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতির কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। গরিব-ধনীর পার্থক্য দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। সরকারের সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে দুর্নীতির প্রভাব পড়ছে। এটা বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, লাল ফিতাবাদ, পক্ষপাতমূলক মনোভাব ইত্যাদিকে লৌহহস্তে মোকাবেলা করতে সরকার বদ্ধ পরিকর।

১৯৭৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে গেছে। এ দুর্নীতি কোনোও সরকার বন্ধ করতে পারে না। এ দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে জনসাধারণ, ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, কৃষক সমাজকে লাগতে হবে, না হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে” ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি এ কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনাদের স্মরণ আছে, সরকার গঠনের পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আমি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শোধরানোর আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করি। মানুষের কল্যাণের জন্য আমি যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধা করবো না। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘আমি আবারও সবাইকে সতর্ক করে দিতে চাই দুর্নীতিবাজ যেই হোক, যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতি আহ্বান থাকবে, যে-ই অবৈধ সম্পদ অর্জনের সঙ্গে জড়িত থাকুক, তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসুন। সাধারণ মানুষের হক যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।"

বাংলাদেশের দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষে অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি করতে এবং শাস্তি নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশন ধারাবাহিকভাবে নানাবিধ কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। বৈশ্বিক অতিমারির সংকটের শুরু থেকে নানা বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দুর্নীতি দমন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনে ২০২০ সালে জনসাধারণ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ১৮,৪৮৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৮২২টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্যে গৃহীত হয় এবং ২,৪৬৯টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট ১৫,১৯৮টি অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক না হওয়ার নথিজাত করা হয়। অপরদিকে ২০২১ সালে কমিশন জনসাধারণ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ১৪,৭৮৯টি অভিযোগ পেয়েছে। তার মধ্যে ৫৩৩টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্যে গৃহীত হয় এবং ২,৮৮৯টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট ১১,৩৬৭টি অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় নথিজাত করা হয়। পুঞ্জীভূত আকারে ২০২১ সালে মোট অনুসন্ধান সংখ্যা ছিল ৪,৬১৪টি; কমিশন ২০২১ সালে ১,০৪৪টি অনুসন্ধান সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত এসব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণ ৩৪৭টি মামলা দায়ের করেছেন। অবশিষ্ট সমাপ্ত অনুসন্ধানসমূহ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দুদক আইন, ২০০৪-এর ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি দমন কমিশনকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে দুদক চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং)-এর মাধ্যমে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৮ (আট)টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২ (বাইশ)টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর অনুসন্ধানের এখতিয়ার কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগের। এর আওতাধীন বিষয় হচ্ছে : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম। বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুসারে ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করা মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি অপরাধ দুদক অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিআইডিসহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক অনুমোদনকৃত চার্জশিটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা তুলনামূলক কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতির ফলে ২০২১ সালে দুদকের চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘুষ লেনদেনের অবসান এবং দুর্নীতির উৎস নির্মূল করার লক্ষ্যেই কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুষ বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশন থেকে অনুমোদনের ভিত্তিতে ফাঁদ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ আলোকে ঘুষ দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতেনাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে করার পরিকল্পনা রয়েছে। কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হবে। দুর্নীতি দমনে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

দুর্নীতি নামক সমাজের সর্বগ্রাসী এই ব্যাধীটি যে তার কালো থাবা বিস্তার করে সমাজকে দিনে দিনে রাঘববোয়ালের মতো গ্রাস করেই চলছে, তা সহজেই অনুমেয়। তবে আশার কথা এই যে বর্তমান সরকারের আমলে টিআই-এর জরিপে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকাংশে নিচের দিকে। প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতির নীতি কাযকর থাকলে আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান সঠিকভাবে অব্যাহত থাকলে নিশ্চই এই দেশ থেকে দুর্নীতি নামক কালোব্যাধীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে তাদেরকে শুধু দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপর্যুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করাসহ তাকে সামাজিকভাবে বর্জন করার ব্যবস্থা করা দরকার। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হলে আমাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য যে ধরনের পদক্ষেপের কথা বিশেষজ্ঞরা বলছেন তা গ্রহণ করার এখনই সময়, শুধুমাত্র আমাদের সৎ পন্থাই পারে সুশাসন নিশ্চিত করে সরকারকে শক্তিশালী করতে । অন্তর্ভুক্তি দুর্নীতি দুর্নীতির জন্ম দেয়। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এটি জরুরিভাবে প্রতিরোধ করা উচিত। অন্যথায় আমরা একটি শক্তিশালী প্রজন্ম গড়ে তুলতে ব্যর্থ হব।

#

লেখক- সহকারী তথ্য অফিসার